দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

অর্থের বিনিময়ে উত্তর পত্র পুনর্লিখন ॥ প্রভাষক শ্রীঘরে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

নব পরিণীতা স্ত্রী তার প্রভাষক স্বামীকে টাকার মেশিন বানাতে চেয়েছিল। এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজী বিষয়ের উত্তরপত্র পুনর্লিখনের সুযোগ দেবার নামে স্বামী-স্ত্রী মিলে চালুও করেছিল এমন একটি প্রকল্প। এর জন্য একেকজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে খবরটি পৌঁছে যায় স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। তিনি বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন পুলিশকে। অতঃপর স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশের সদস্যরা ওঁৎ পেতে থেকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন এই দুর্নীতিপরায়ণ প্রভাষক প্রবরকে। তিনি একটি সরকারী খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরেজীর প্রভাষক। ২৬-৫-৯৭ তারিখে তিনি বোর্ড থেকে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের ৯শ' উত্তরপত্র গ্রহণ করেছিলেন। উত্তরপত্রের পত্রলিখন প্রশ্নের উত্তর থেকে তিনি চিহ্নিত করেন এগুলো তেজগাঁও সরকারী বিজ্ঞান কলেজের। সেই সূত্রে

(১১-এর পৃঃ দেখুন)

অর্থের বিনিময়ে উত্তর

(প্রথম পাতার পর)

তাঁরা সেখানকার পরীক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করেন। মিরপুর থানায় একটি মামলার পর পুলিশ গতকালই এই প্রভাষককে ১২০ দিনের আটকাদেশ দিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছে। তাঁর সহযোগিনী নরপরিণীতা স্ত্রী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী। গতরাত পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করা হয়নি।

জানা গেছে, উত্তরপত্রের ঠিকানা ধরে এই প্রভাষকের স্ত্রী কয়েকবার তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজে যায়। পরীক্ষার্থীদের সাথে টাকার দফারফার পর তাদের নতুন করে উত্তর লেখার ব্যবস্থা করা হয় প্রভাষকের ঢাকার বাড়িতে। প্রভাষক প্রবর খাতা পাবার পর সপ্তাহের শনি, রবি, সোম তিনদিন কলেজে ক্লাস নিতে যেতেন। বাকি দিনগুলোতে ঢাকায় খাতা দেখার কাজ করতেন। শিকারদের খাতার উত্তর লেখার সুযোগ করে দিতেন রাতের বেলায় বাসায়। ঘটনাক্রমে শিকারদের একজন একদিন একটি খাতা গোপনে নিয়ে আসে সেখান থেকে। সে এই খাতাসহ প্রভাষকের ঠিকানা-বিষদবৃত্তান্ত লিখে তা ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী তা পেয়েই পুলিশকে তদন্তের ভার দেন। সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের এএসপি মাহবুব হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল বুধবার রাত ৯টার পর থেকে ওই এলাকায় ওঁৎ পেতে থাকে। রাত সাড়ে ১১টার পর বাসায় ঢুকে তারা উত্তর লেখায় ব্যস্ত অবস্থায় ৬/৭ জন পরীক্ষার্থীকে সেখানে পায়। প্রভাষক প্রবরটি ধরা পড়ার পর পুলিশের কাছে দোষ স্বীকার করে বলেছেন-- তিনি নতুন বিয়ে করেছেন। তাঁদের অনেক টাকার দরকার। স্ত্রীর প্ররোচনাতেই তিনি করেছেন জঘন্য কর্মটি। পুলিশ তাঁর বাসা থেকে ৮৯১টি উত্তরপত্র জব্দ করেছে। অপর খাতাটি গেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে।